REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

সম্পাদক—শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া স্বয়ং আসিয়া বা করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর-সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

টাকার অষ্টোত্তর শতনাম।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ। মূল্য মাত্র ৴০ এক আনা। ৵৫ এক পয়সার ছয় খানা ডাক টিকিট পাঠাইলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। পাইকারগণকে কমিশন দেওয়া হয়।

ম্যানেজার
জঙ্গিপুর সংবাদ অফিস।
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ।
(মুর্শিদাবাদ)।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল।
রঘুনাথগঞ্জ।

৯ম বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২রা ফাল্গুন বুধবার ১৩২৯ ইংরাজী 14th February 1923. | ৩৪শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ২১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রণা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমণ করিতে পারে না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস. ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
„ „ মাঝারি শিশি ২৷৷০
„ „ ছোট শিশি ১৸০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে গরম পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত,সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বধূতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশশুষ্কল (টাক) নিবারণে, কেশের শক্ত মরামাস ও মুক্তি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুধাময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটা পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণ অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা প্রস্তুত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোং'র

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ডাঃ কিশোরীমোহন সিংহ এম, বি,

চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ

—:০:—

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও দ্বারভাঙ্গা সরকারি হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক।

সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ চিকিৎসা

ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থানুযায়ী প্রকৃত চশমা সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

যাবতীয় দুর্ব্বোধ ও দুরারোগ্য ব্যাধি

রক্ত কফ প্রস্রাবাদি পরীক্ষা করিয়া

রোগ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভ্যাক্সিন ও এণ্টিটক্সিন আদি ইন্‌জেক্‌সন ও ঔষধ প্রয়োগ করতঃ আরাম করেন।

চিকিৎসার্থী মফঃস্বলবাসীগণ—

কলিকাতা মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া সুচিকিৎসকের সন্ধান করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসুবিধা দূরীকরণের বিজ্ঞাপন এই দেওয়া হইল।

রোগী দেখা ও পরামর্শের সময় ও স্থান :—

প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত—নিজ বাসাবাটী ৫০।৩ হারিশ মুখার্জ্জির রোড ভবানিপুর, কলিকাতা।

বৈকালে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—মেডিকেল বোরো ১৯৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২রা ফাল্গুন বুধবার ১৩২৯ সাল।

স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থা।

—:০:—

শীত আর নাই বলিলেই হয়। রৌদ্রের তেজ ক্রমশঃ বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মধ্যাহ্নে পশ্চিমে হাওয়াও বহিতেছে। এবার আমের মুকুল খুব কমই জন্মিয়াছে, আম, এ বৎসর হইবে কি না সন্দেহ। এখন হইতেই মশকের বেশ আমদানি ও উপদ্রপ অনুভূত হইতেছে, রাত্রিতে বিনা মশারিতে শুইয়া থাকা দায় হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমেই যখন এইরূপ, তখন শেষ পর্য্যন্ত যে কি হইবে বলা যায় না। ভাগীরথী প্রায় হীন তোয়া হইয়াছেন। পূত-সলিলারও সলিল মধ্যে শৈবাল জন্মিয়াছে। বোধ হয় আর কিছুদিন পর ভাগীরথীর জল পানের অযোগ্য হইবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সর্দ্দি ও হুপিং-কাফ্ হইতেছে।

সচ্ছিদ্র মূত্রবাহী শকট।

—:০:—

প্রত্যহ প্রাতে মিউনিসিপ্যালিটীর মেথর মূত্রকুণ্ড সঞ্চিত জল স্থানান্তরিত করিবার জন্য লৌহ নির্ম্মিত শকট ব্যবহার করিয়া থাকে, রঘুনাথগঞ্জের বারে ৫নং ওয়ার্ডে এই উদ্দেশ্যে যে গাড়ীখানি ব্যবহৃত হয় তাহা কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ইহার তলদেশে অনেক-গুলি ছিদ্র হইয়াছে। মেথর ইহাতে কুণ্ডের মূত্রাদি ঢালিয়া যখন অন্য কুণ্ডের জল তুলিবার জন্য রাস্তা দিয়া গাড়ী চালাইয়া থাকে তখন গ্রীষ্মকালে রাস্তায় জল দেওয়ার মত সমস্ত রাস্তায় মূত্র ছড়াইতে ছড়াইতে যায়। গাড়ী-খানি শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জনের সহস্র ছিদ্র কুম্ভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত গাড়ী-খানি মেরামত কিম্বা পরিবর্ত্তন না করিলে ইহা প্রত্যহ সমস্ত রাস্তার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে।

মাতৃভক্তি প্রচারে দান।

—:০:—

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র নামক চীন প্রবাসী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাতৃভক্তি প্রচারের জন্য বাঁকুড়ার মাজিষ্টর শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস মহাশয়ের নিকট পাঁচ শত টাকা এবং একটী রৌপ্য পদক পাইয়াছিলেন। মাজিষ্টর দত্ত মহাশয় এই টাকা ও পদক বাঁকুড়ার অন্তঃপুর শিক্ষা সমিতির হাতে দিয়া-ছেন। ব্যবস্থা হইয়াছে,— মাতৃভক্তি সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বা সঙ্গীত রচয়ীতাকে এই পদকটী দেওয়া হইবে। রচনাগুলি ১৫ই এপ্রেলের মধ্যে বাঁকুড়ায় ঐ সমিতির সভাপতি দত্ত মহাশয়ের নিকট পৌঁছান চাই। রচনায় সমাজে বঙ্গনারীর স্থান ও অধিকার কি উপায়ে উচ্চতর করা যায় তাহার আভাস থাকা আবশ্যক। কলিকাতা আহিরীটোলার সেই যে একজন গৃহস্থের বধূর প্রতি তাহার শ্বাশুরী ননদ ও স্বামী সকলে মিলিয়া ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা 'সংবাদপত্রে' পড়িয়াই ঐ চীন- প্রবাসীর বাঙ্গালীর বঙ্গ-নারীর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; তাহারই ফলে, তিনি বঙ্গনারী-দের হিতকল্পে এই টাকা দিয়াছেন। লোকটা প্রাণবান্ পুরুষ।

সাদার কালা শিকার।

—:০:—

গত ২৮শে জানুয়ারি হাওড়া ভাণ্ডারডাঙ্গ গ্রামের পাঁচু সর্দ্দার নামে জনৈক ব্যক্তি বালি-টিগরী মাঠে ধান তুলতে যায়, এমন সময় হঠাৎ বন্দুকের গুলি আসিয়া তাহার কবজীতে লাগে। ঐ দিন রবিবারের অবকাশ পাইয়া দুইজন ইউরোপীয় পক্ষী শিকার করিতে বালি-টিগরী গ্রামে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের গুলির আঘাতেই পাঁচু সর্দ্দার আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইউরোপীয় দ্বয় আহত ব্যক্তিকে হাওড়ার হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করেন, তথায় তাহার কবজী হইতে চারি পাঁচটি গুলি বাহির করা হইয়াছে। গত ৩০শে জানুয়ারি হাঁসপাতালে হাওড়া থানার সব ইনস্পেক্টর এ তরফের এজেহার গ্রহণ করেন। জোগাচা থানার দারোগা এই ব্যাপারের তদন্ত করিবার ভার লইয়াছেন। এইমাত্র সেদিন বাঙ্গালার মফস্বলে এইরূপ সাদার কালা শিকার হইয়া গিয়াছে, সে শিকারের রক্ত শুকাইতে না শুকাইতে আবার একটা সাদার কালা শিকার হইয়া গেল? এ সকলের প্রতিকার কি?

মসজিদের জন্য ইংরেজ কবির দান।

—:০:—

কবি ডব্লিউ ব্লাণ্ট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিজ উইলিয়ম মিউজিয়মে দান করিবার জন্য তাঁহার কতকগুলি কাগজপত্র বোঝাই একটি বাক্স দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যেন ঐ বাক্স খোলা না হয়। তিনি লণ্ডনে মসজিদ গড়িবার জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন এবং পুরাতন প্রাচ্য পুঁথিপত্র ক্রয় করিবার জন্য ৭৫০৲ দিয়া গিয়াছেন।

কলেজ বাবু।

—:০:—

গত কল্য রংপুর বাজারে একটী অদ্ভুত ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একটি 'কলেজ বাবু" (কলেজের ছাত্র) তাঁহার বাড়ীর অতিথিকে বাজার করিতে আসেন। বাজারে ১৷৷০ টাকা দামের একটি মাছের মাথা কিনিয়া "কুলি, কুলি" বলিয়া হাঁকিতে থাকেন। কলেজ বাবুর আহ্বানে কুলী ভারী বোঝার আশায় পাগড়ী ভাল করিয়া বাঁধিয়া "ক্যা হ্যায় বাবু" বলিয়া যখন হাজির হইল তখন কলেজ বাবু তাহাকে তাঁহার বাসার ঠিকানা বেশ ভাল করিয়া সমঝাইয়া দিয়া কুলীর মজুরি ৵০ পয়সার সহিত মাছের মাথাটিও তুলিয়া দেন। এদিকে কুলিও মাছের মাথা পৌঁছাইতে গেলে— কলেজ বাবুও তাঁহার অতিথিকে সহর দেখাইবেন বলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ক্ষুধার বেগ উপভোগ করিতে করিতে বাড়ী গিয়া শুনিলেন যে বেলা ১টায় সময়ও মাছের মাথা আসিয়া পৌঁছায় নাই। "স্বরাজ"

দলের সংখ্যা।

—:০:—

দিল্লীর 'ফতে' নামক উর্দ্দু সংবাদ পত্র গণিয়া ঠিক করিয়াছেন যে, দেশে এখন ৬টি রাজনৈতিক দল আছে— (১) জাতীয় দল, (২) জো হুজুরের দল, (৩) মডারেট্ দল, (৪) শ্রমজীবি দল, (৫) সহযোগীদের দল, (৬) দেশ-বন্ধু দাসের দল! তালিকাখানি আমাদের মতে সম্পূর্ণ হয় নাই, কেমনা আরও কতকগুলি দল বাদ গিয়াছে; যথা (৭) শ্রীমতী বেশান্তের দল, (৮) কোন কিছু না করার দল, (৯) Cynic বা বিদ্রূপবাদীদের দল, (১০) বিদ্যান্ধদের দল, (১১) জমিদারের দল, (১২) বিশ্বাস ঘাতক বিদ্রোহীদের দল—ইত্যাদি।

"আনন্দ বাজার পত্রিকা"

মানুষের গুপ্ত শত্রু।

—:০:—

মহাভারতে ধর্ম্মরূপী বক যুধিষ্ঠীরকে চারিটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এইটী একটী—"সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা কি?" তাহার উত্তরে পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠীর বলিয়াছিলেন—"প্রাণী মাত্রেই নিত্য মরিতেছে; তবুও অবশিষ্ট

যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহারা আশা করিতেছে যে, অন্ততঃ তাহারা মরিবে না ;— ইহায় এ জগতে সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা !" যাঁহারা ডাক্তারি করেন, তাঁহারা জানেন যে, আমদিগের জন্য, চারিদিকেই মরণের ফাঁস পাতা আছে—ঘরে, বাহিরে, সব জায়গাতেই যাঁহারা চিকিৎসক নন্, তাঁহারা এ কথা না জানিতে পারেন, কিন্তু কথাটা একটুকুও বাড়াইয়া বলা নয়, বর্ণে বর্ণে সত্য।

কেহ তোমাকে ছুরি মারিতে আসিলে, তুমি সে শত্রুকে দেখিতে পাইয়া আত্মরক্ষার উপায় করিতে পার ; কিন্তু প্রকাশ্য শত্রুর চেয়েও গুপ্তশত্রু আরও ভয়াবহ।

আমাদের ঘরে ঘরে যে প্রাণীরা রোগের বাহন স্বরূপ বিরাজ করে, সকলে তাহাদিগকে চিনেন না ; তাই তাঁহাদিগকে চিনাইয়া দিবার জন্য, সেই শত্রুগুলির তালিকা দিলাম :—।

গরু—গো-দুগ্ধ ও মাংস হইতে ক্ষয়কাশ হইতে পারে।

ঘোড়া—আস্তাবলে ধনুষ্টঙ্কারের বীজ পাওয়া যায় এবং ঘোড়ার গ্লাণ্ডার্স রোগ মানুষেরও হয়।

বিড়াল—হইতে ডিফ্‌-থিরিয়া (কণ্ঠনালীর) রোগ হইতে পারে।

কুকুর—কামড়াইলে জলাতঙ্ক (হাইড্রোফেবিয়া) হয়।

ভেড়ার—লোম (পশম) হইতে আকটিনোমাইকোসিস্ বা আনথ্র্যাকস হয়।

ইন্দুর—গায়ের মাছি কর্ত্তৃক প্লেগ ছড়াইয়া পড়ে।

ছারপোকা—দ্বারা কালাজ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

মশক—দ্বারা ম্যালেরিয়া, বাতশিরার জ্বর (ফাইলেরিয়া) ডেঙ্গু প্রভৃতি ছড়াইয়া পড়ে।

মাছি—কর্ত্তৃক আমাশয়, ক্ষয়কাশ, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর ছড়াইয়া পড়ে।

পীপিলিকা—কর্ত্তৃক আমাশয়, ম্যালেরা, ক্ষয়কাশ, কলেরা, টাইফয়েড রোগের বীজ ব্যপ্ত হয়। স্বাস্থ্য।

হাড়ীকে ব্রাহ্মণ করা।

—:•:—

কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ময়মনসিংহের জামালপুর। সে কতকগুলি হাড়ীকে বলে যে, তাহারা ক্ষত্রিয় রাজা হাড়াইয়ের বংশধর, ইহা সে রীতিমত প্রমাণ করাইয়া দিবে এবং তাহাদিগকে রীতিমত উপবীত দেওয়াইবে, এই বলিয়া কেদারনাথ তাহাদের নিকট হইতে কিছু টাকা-কড়িও আত্মসাৎ করে। কিছুদিন পরে হাড়ীরা জামালপুরে উপস্থিত হইলে হিন্দু-সমাজ তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা জামালপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছে। পুরোহিত কেদারনাথকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রতি ফুল কপির মূল্য দুই ঘা বেত।

—:০:—

পৌষ সংক্রান্তির দিন জগন্নাথ বনিয় ৩টি ফুলকপি চুরি করে। বেচারার অদৃষ্ট খারাপ, তাই ঐ সামান্য জিনিষ চুরি করিয়াও ধরা পড়ে। বিচারে প্রতি কপি বাবত দুই ঘা করিয়া বেত মারিবার আদেশ হইয়াছে। প্রতি কপির দুই টুকরাও যদি সে খাইতে পাইত! স্বরাজ।

কাশ্মীরে বারমুখী চরকা।

—:০:—

"কলেজিয়ান" জানাইতেছেন যে, কাশ্মীরে শ্রীমান দৌলৎরাম শর্ম্মা নামক একটী যুবক একটা বারমুখী চরকা প্রস্তুত করিয়াছেন। একটা হাতল ঘুরাইলে একসঙ্গে বারটি মুখে সূতা কাটা হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে একজনে যথেষ্ট পরিমাণ সূতা কাটিতে পারে। যাঁহারা শ্রীমান দৌলৎরামের এই চরকা দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহার খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

জ্বরের কঙ্কাল ছায়ায়

ম্রিয়মান হবে না। ম্যালেরিয়া, প্লীহা, যকৃৎ, কাশ এবং অপরাপর সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বরের ভীষণ আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ করাবে—

অমৃতাদি বটিকা

এই ঔষধের বিশেষত্ব, একবার অসুখ নিরাময় হ'লে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না—কুইনাইন ব্যবহারে আটকান জ্বরে ইহা আশু ফলপ্রদ। ব্যবহার বিধি সহজ ও নির্ব্বাচিত নিয়মাদি প্রতি কৌটার সহিত থাকে।

৪৫ বটিকা পূর্ণ-এক কৌটা ১৲ টাকা।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা। ৩ শিশি ২॥০ ভিঃ পিতে ৩।০। ৬ শিশি ৫৲, ১২ শিশি ৯॥০, এক পোয়া শিশি ৩।০ টাকা, ১ গ্রোস ১০৮৲

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ক্ষুধাবতী

অম্লপিত্ত রোগির একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাকে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব ভস্মীভূত হইয়া যায়। আগুনে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ ভিঃ পিতে ১।৴০

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বৰ্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৴০

সি কে সেন এণ্ড কোং লিমিটেড্

তারের ঠিকানা : "ফিজীশিয়ান"

টেলিফোন নং : ২৭১৫ কলি :

২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কেন?

দীর্ঘ জীবন

লাভের উপায় নিরূপণকারী পুস্তক

"আমাদের জীবন দশা।"

পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে প্রেরিত হয়।

বাজীকরণ তৈল।

আত্মকৃত শুক্রের অপব্যবহার স্নায়বিক ও শারীরিক গঠনের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। তদ্ব্যতীত জননেন্দ্রিয়েও বিকৃতি আনয়ন করিয়া থাকে। এই সকল অবস্থায় বাহ্য-প্রয়োগে আমাদের "বাজীকরণ তৈল" অদ্বিতীয়, "ধ্বজভঙ্গ ও পুরুষত্ব হীনতার" অব্যর্থ মহৌষধ। ব্যবহারের দিন হইতে সুফল দেখিতে পাওয়া যায়। এক শিশি ব্যবহারেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। মূল্য— অর্দ্ধ তোলার শিশি ৫৲ মাত্র।

মনি তৈল।

সাজ সজ্জার প্রধান অঙ্গীয় ও বিলাসের শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। কেশে মর্দ্দন করিলে কেশ সুচিক্কণ ও কোমল হয়। মুখের ব্রণ ও মেচেতা ইন্দ্রজালের ন্যায় নিঃশেষ করে। মস্তিষ্কের উপর ইহার শৈত্যগুণ বর্ণনাতীত।

মূল্য ৫ তোলার ১ শিশি ১৲।

চন্দ্রপ্রভা বটিকা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন মেহ, মূত্র কৃচ্ছ, কোষবৃদ্ধি, অর্শ, শ্বেত ও রক্ত-প্রদর এবং সূতিকা রোগ দূর হয়। ১৬ ষোল বটিকা পূর্ণ এক কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

কবিরাজ—

মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, ঘোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেদঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন।

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সালিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের প্রতি শিশি মাশুল বৃদ্ধি সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

১নং। দামোদর সুধা।ঃ— মূল্য ৷৶৹

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ পুরাতন জ্বরের মহৌষধ। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

২নং বিনা অস্ত্রে আরোগ্য অপেরীণ।ঃ—

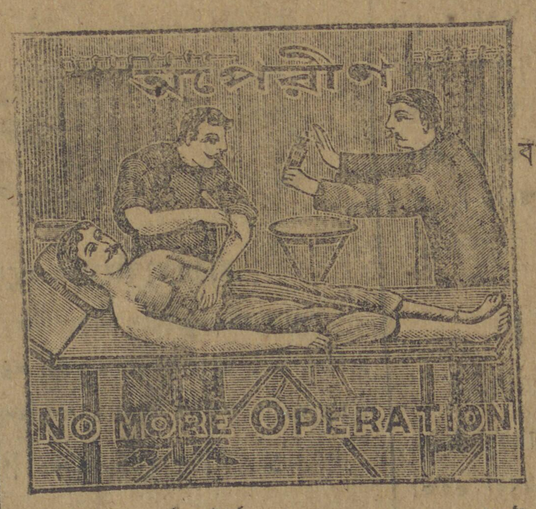

বাগী, ফোঁড়া, ঠুন্‌কা, উরুস্তম্ভ, শীতলী ব্রণ, কাকবিড়ালী, পৃষ্ঠব্রণ এমন কি আব (Tumour) প্রভৃতি প্রথম অবস্থায় বাহ্য প্রয়োগে বসিয়া যাইবে, এবং বিলম্বে লাগাইলে আপনি ফাটিয়া যায়।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৷৹ আনা।

৩নং। স্পিরিট ক্যাম্ফর ঃ— ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৶৹ আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲।

৪নং। এক্‌জিন ঃ— একজিমা বা কাউরের একমাত্র মলম। মূল্য ৷৹ আনা।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ-পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।